যুগান্তর

তারিখ ... 22 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ...

একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দরকার ৯০ হাজার কোটি টাকা

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় প্রেস ক্লাবে বৃহস্পতিবার 'শিক্ষা ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্ব, এবং একমুখী শিক্ষা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আলোকেই প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা জরুরি। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি অনুযায়ী এটা বাস্তবায়নের শুরুতেই সরকারের ৯০ হাজার কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এ অর্থ বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন বর্ধিত করা (অষ্টম পর্যন্ত) এবং আসবাবপত্রসহ আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় করতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা মহানগর শাখার সহ-সভাপতি আবদুর রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস ছালাম খান। সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবুল বাশার হাওলাদারের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী। অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, শিক্ষক সমিতির মতিয়ার রহমান, শাহনাজ আলমগীর, গাউসুল হক, সুলতান আহমেদ, জসিম উদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এতে মোট ১১টি দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি হল ১৬ হাজারেরও বেশি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কিন্তু সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের তুলনায় চরমভাবে বৈষম্যের শিকার এসব স্কুলের প্রায় ২ লাখ শিক্ষক। তারা বলেন, সরকারি স্কুলে যা পড়ানো হয় বেসরকারি স্কুলেও তা পড়ানো হয়। তাহলে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে বেসরকারি স্কুলের বেতন এবং মর্যাদায় বৈষম্য থাকবে কেন?

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া বলেন, শিক্ষা অবশ্যই একমুখী হতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার প্রথম কারণ হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক ছাত্রছাত্রী। একটি হাইস্কুলে দুই থেকে তিনশ'র বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা উচিত নয়, কিন্তু রয়েছে দেড় হাজারেরও ওপর।